# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৫ সংখ্যা | ৩১ আগস্ট - ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা


# কেরালায় ৩০টি ত্রাণশিবির পরিচালনা করছে এসইউসিআই(সি)

কেরালায় বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে বিভিন্ন রাজ্যে হাজার হাজার কর্মী কয়েকদিন ধরে অর্থ, ওষুধ, জামাকাপড় প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। ইতিমধ্যেই তা পৌঁছে গেছে কেরালার বন্যার্ত এলাকাগুলিতে। ত্রাণের কাজ চলছে রাজ্যের ওয়েনাড়, পালাক্কাড়, ত্রিশূর, এর্নাকুলাম, কোট্টায়াম, আলেপ্পি, পথানামথিট্টা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। দলের পরিচালনায় ৩০টি ত্রাণশিবির চলছে। দলের স্বেচ্ছাসেবকরা প্লাবিত এলাকাগুলি থেকে মানুষজনকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া, নিখোঁজদের খুঁজে বের করা, মেডিকেল ক্যাম্প চালানো, ভ্রাম্যমান মেডিকেল ইউনিট চালানো, বাড়িগুলিতে জমে থাকা কাদা সরানো প্রভৃতি নানা কাজে নেমেছেন। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস, এআইইউটিইউসি-র স্বেচ্ছাসেবকরা এই কাজে সব রকমের সক্রিয় সহিযোগিতা করছেন।

*কোট্টায়াম জেলার জলমগ্ন আপার কুট্টানার অঞ্চলে নৌকায় ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন দলের কর্মীরা। (ডানদিকে) ওয়াইনাড়ে বন্যার্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দলের নেতা-কর্মীরা*

*শিয়ালদহ স্টেশনে অর্থ সংগ্রহ করছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা*

এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ব্যাগ থেকে ২০০০ টাকার নোট বের করে স্বেচ্ছাসেবকদের দিকে এগিয়ে দিতে দেখে পাশের এক দোকানদার বললেন, আরে কী করছিস ? উত্তরে তিনি বললেন, "যা করছি ঠিক করছি। যেখানে দিচ্ছি, ঠিক জায়গাতেই দিচ্ছি।" ঘটনা উত্তর কলকাতার হরিসা হাটে। সেখানে কেরালার বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করছিলেন এসইউসিআই(সি) কর্মীরা। দেশ জুড়ে দলের কর্মীরা, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা ত্রাণ সংগ্রহে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী কেরালায় পাঠানো হচ্ছে, তা দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করছেন দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। দলের মেডিকেল টিম নানা জায়গায় ক্যাম্প করে চিকিৎসা করছে, ওষুধ বিতরণ করছে।

কলকাতার বেলগাছিয়া মসজিদের কাছে ত্রাণ সংগ্রহ করছিলেন পার্টি কর্মীরা। পাশে এসে দাঁড়ালেন দু'জন ভিখারি। একজন অপরজনকে বললেন, "রোজ আমরা চাই, আজ আমাদের দিতে হবে। মানুষগুলো বড় বেকায়দায় পড়েছে গো।" আরেক জায়গায় এক কর্মীর কাছে এসে এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, "ঠিক জায়গায় যাবে তো?" তারপর কর্মীটির বুকে পার্টির ব্যাজ লক্ষ করে জিভ কাটলেন, "ওহো এসইউসিআই! সরি ভাই, সরি।" তিন হাজার টাকা তিনি কালেকশন বক্সে ঢুকিয়ে দিলেন। সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের মোড়ে দু'জন কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে বাইক ছুটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। দলের কর্মীরা হাত দেখালেও বাইক থামল না। পাঁচ মিনিট পর হেঁটে তাঁরা ফিরে এলেন। দু'জনের হাতে একশো একশো দুশো টাকা। বক্সে দিয়ে বললেন, "তব হেলমেট নেহি থা, ইসলিয়ে নেহি রুকে। কুছ মাইন্ড মৎ কিজিয়েগা।"

কোটি কোটি মানুষের শ্রমের ফসল বিনা বাধায় আত্মসাৎ করার জন্য হাজার ষড়যন্ত্র করেও, শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করার হাজার অপচেষ্টা করেও সমাজ-সভ্যতাকে শাসক শ্রেণি যে এখনও একেবারে পচিয়ে দিতে পারেনি, তারই প্রমাণ কেরালার বন্যাদুর্গতদের জন্য মানুষের উজাড় করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দেওয়াতে চূড়ান্ত ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে, দেশের সম্পদ লুটে ধনকুবের হওয়া শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা যেখানে ভাব দেখাচ্ছে যেন এসব কিছু খবর তারা জানেই না, সেখানে সাধারণ মানুষ সাধ্যের বাইরে গিয়েও সাহায্য দিচ্ছেন বন্যাত্রাণ তহবিলে।

চেন্নাইয়ের একটা ছোট্ট মেয়ে। সাইকেল কিনবে বলে টাকা

*চারের পাতায় দেখুন*

# আম্বানিদের স্বার্থেই তিনগুণ দামে বিমান কিনছে বিজেপি সরকার

## রাফাল কেলেঙ্কারি

আবারও এক কেলেঙ্কারিতে মোদি সরকার। এবার সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। না যাচ্ছে গেলা, না যাচ্ছে উগরানো। বিজেপির সাথে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঘনিষ্ঠতা যে নিখাদ পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার, অর্থাৎ লেনদেনের, যাকে অর্থনীতির ভাষায় স্যাঙাততন্ত্র বলে, তারই টাটকা উদাহরণ রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে বিরাট কেলেঙ্কারি।

৩৬টি বিমান কেনা নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে অনিল আম্বানিকে ২১ হাজার কোটি টাকার বরাত পাইয়ে দেওয়ার। বিজেপি নেতারা 'দুর্নীতি হয়নি', এ কথাও জোর দিয়ে বলতে পারছেন না, আবার হয়েছে তা স্বীকার করারও নৈতিক জোর নেই এই নেতাদের। ফলে প্রধানমন্ত্রী যত এ ব্যাপারে 'স্পিকটি নট' হচ্ছেন, অনিল আম্বানি তত গলা চড়াচ্ছেন— আমার নামে কিছু বললে ভাল হবে না, আমার কোনও দোষ নেই, সরকার নয়, ফরাসি কোম্পানিই আমাকে যা দেওয়ার দিয়েছে।

২০১২ সালে ইউপিএ সরকার ফরাসি সরকারের সাথে দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট বহুমুখী ফাইটার বিমান কেনার চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী, ফ্রান্সের বিমান প্রস্তুতকারক ডসাল্ট কোম্পানির থেকে রাফাল নামের ১২৬টি যুদ্ধ-বিমান কেনার কথা হয়। এর মধ্যে ১৮টি তৈরি অবস্থায় দেবে কোম্পানি এবং বাকি ১০৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের (হ্যাল) সাথে ডসাল্ট ভারতে যৌথভাবে তৈরি করবে।

কিন্তু মোদি সরকার ২০১৫ সালে এই চুক্তি

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# মোদি জমানায় কর্মসংস্থানের চেয়ে ছাঁটাইয়ের পাল্লাই ভারি

দেশে চাকরি আছে, না নেই! এ যেন এক ধাঁধাঁ— প্রধানমন্ত্রী নাকি চাকরি দিয়েছেন বছরে ২ কোটি, অর্থাৎ বিগত চার বছরে ৮ কোটি! আর তাঁর মন্ত্রীসভার এক বিশিষ্ট সদস্য নীতিন গড়কড়ি বলছেন, সবাইকে সংরক্ষণ দিয়ে দিলেই বা কী— দেশে চাকরিই নেই যে! বিপাকে পড়ে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ নিয়েছেন ইপিএফ এবং ইএসআই-এর। কিন্তু যে তথ্যকে ভিত্তি করে তিনি হিসাব মেলাতে গিয়েছিলেন, সেই তথ্যই প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচার ফাঁস করে দিয়েছে। মোদিজি বলেছেন, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ৪৫ লক্ষ নতুন চাকরি হয়েছে। প্রশ্ন হল এই চাকরি নতুন কী করে? প্রভিডেন্ট ফান্ডের খাতায় নতুন নাম ওঠা মানেই নতুন চাকরি নয়। এর বেশির ভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে সংগঠিত ক্ষেত্রে আসা সংস্থা। তা ছাড়া ৪৫ লক্ষ চাকরির দাবিও মিথ্যা। গত ১০ মাসে প্রভিডেন্ট ফান্ড সংস্থার খাতা থেকে ৬০ লক্ষ ৪০ হাজার নাম বাদ গিয়েছে। ইএসআই-এর খাতা থেকে বাদ গিয়েছে ২৩ লক্ষ। এই দুই সংস্থা মিলে বাদ গিয়েছে ৮৩ লক্ষ ৪০ হাজার নাম— যা মূলত ছাঁটাই।

এছাড়া আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্যনীয়, তিন মাস

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# সকল বেকারের কাজের দাবিতে রাজভবন অভিযান

সকল বেকারের চাকরি ও সরকারি সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ সহ নানা দাবিতে ৩০ আগস্ট রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও। ২৭ আগস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া', রাজ্যের 'বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন' নিয়ে যতই হইচই হোক, ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কোনও সরকারই করছে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী সকলেই বেকার যুবকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির স্তোকবাক্য দিয়ে আগামী ভোটে উৎরে যেতে চাইছেন। কিন্তু কোনও কিছু দিয়েই ভয়াবহ বেকার সমস্যা চাপা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

৩০ আগস্ট ১ লক্ষ ২৫০৬ জন যুবকের স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র রাজভবন অভিযানের মধ্য দিয়ে রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি।

*সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। উপস্থিত সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড জুবের রব্বানি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জ্ঞানতোষ প্রামানিক*

## জীবনাবসান

নদিয়া জেলার রানাঘাট লোকাল কমিটির কর্মী-সমর্থকদের অত্যন্ত প্রিয় কমরেড মণিকা কর শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ২ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। কমরেড মণিকা কর ১৯৮০-র দশকের শুরুতে পারিবারিক সূত্রে এস ইউ সি আই (সি) -র সাথে যুক্ত হন। সেই সময়ে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যেও ছোট তিন সন্তান, অসুস্থ শ্বশুর ও ননদকে দেখাশোনা করা ছাড়াও সংসারের সমস্ত কাজ করে তিনি নিয়মিত দলের কাজ করতেন। তিনি মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নদিয়া জেলা কমিটির সদস্যও ছিলেন। দলের কর্মী-সমর্থকদের সকলকেই তিনি তাঁর পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য করতেন। পরবর্তীকালে অসুস্থতার কারণে দলের কাজ করতে না পারলেও কমরেডদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সমানভাবে সজাগ। সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য এলাকার সকলেই ছিলেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ১৯ আগস্ট রানাঘাট নাসরা গার্লস হাইস্কুলে কমরেড মণিকা করের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

**কমরেড মণিকা কর লাল সেলাম**

# মোদি জমানায় ব্যাপক ছাঁটাই

*একের পাতার পর*

অন্তর কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক চাকরির যে হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার তা বন্ধ করে দিয়েছে। কেন বন্ধ করল? প্রধানমন্ত্রীর হিসাবের সঙ্গে শ্রমমন্ত্রকের হিসাব মিলছে না বলেই কি এ হেন পদক্ষেপ? অবশ্য পকোড়া ভাজাকে যিনি কর্মসংস্থান বলে দাবি করেছেন তাঁর হিসাব কারও সঙ্গেই মিলতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর অকাট্য যুক্তি, যখন দেশে আর্থিক বৃদ্ধির হার এত বেশি, তখন চাকরির বাজার না বেড়ে উপায় কি? রাস্তায় নতুন ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক নামছে, সেখানে যাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে তাদেরও তিনি তাঁর তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ভাবেই প্রধানমন্ত্রী চাকরি দেওয়ার তালিকা বাড়িয়ে চলেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর আরও দাবি, রেকর্ড পরিমাণ বিদেশি লগ্নি আসছে। অতএব সেখানেও নিশ্চয়ই কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু এসব তো সম্ভাবনার কথা। চাকরি আক্ষরিক অর্থে কত হল সরাসরি উত্তর দিতে পারছেন না কেন তিনি? কেন তাঁকে গল্পের ছলে সম্ভাব্যতার কথা ছড়াতে হচ্ছে? নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না কেন? কারণ আসলে চাকরি বিশেষ হচ্ছে না। বিদেশি লগ্নি কি চাকরি দেওয়ার জন্য এ দেশে আসছে? বিদেশি লগ্নির সিংহভাগই আসছে চালু কারখানার অংশীদারিত্ব কিনতে। সেখানে কর্মসংস্থান কোথায়? বরং নানা সংস্কারের খাঁড়ায় শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। তা ছাড়া যে হিসাবের দিকে মোদিজি কারওর দৃষ্টি নিয়ে যেতে চাইছেন না তা হল, কল-কারখানা বন্ধ বা অন্য কারণে প্রতিদিন কত মানুষ কাজ হারাচ্ছেন! সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি-র হিসাব অনুযায়ী মোদিজির নোট বাতিলের পর ১ কোটি ২৬ লক্ষ মানুষ চাকরি খুইয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা হল আইএলও-র হিসাব অনুযায়ী ভারতে ৭৭ শতাংশ চাকরির কোনও স্থায়িত্ব নেই। এদের বেতনও যেমন স্বাভাবিক জীবন ধারণের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, তেমনি যে কোনও সময় এরা কাজ হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হতে পারেন।

তা ছাড়া নীতি আয়োগও মেনে নিয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী এ দেশে কাজ মিলছে না, মিলছে না সন্তোষজনক চাকরি। মোদি সরকার বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণে কোনও দিশা তাঁদের নেই। অন্যদিকে কর্মসংস্থান নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী মোদিকে বিঁধলেও কংগ্রেস জমানায় চাকরির প্রতিশ্রুতি একইভাবে ধাপ্পায় পরিণত হয়েছে। এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতি বছর শিল্প সম্মেলন করলেও শিল্পায়ন অধরা। অর্থনীতিবিদরাই বলছেন, এ যুগ বি-শিল্পায়নের। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য মুনাফা, আরও মুনাফা। সুপার মুনাফা বাজার সংকটের জন্ম দিয়ে উৎপাদনের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও রাজ্যেই তাই শিল্পায়ন হচ্ছে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মেই তা হতে পারে না। বেকাররা কাজ পাবে কোথায়? পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেকাররা জঞ্জাল। আতঙ্কের কারণও। তাই মিথ্যা আশার ছলনায় ভোলানোই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক সরকারগুলির ট্র্যাডিশন।

# রাফাল কেলেঙ্কারি

*একের পাতার পর*

বাতিল করে দেয় এবং নতুন আর একটি চুক্তি করে। এবার ৩৬টি বিমান কেনার সিদ্ধান্ত হয়। চুক্তি অনুযায়ী সবগুলি বিমানই তৈরি হবে ফ্রান্সে এবং দাম পড়বে মোট ৫৯ হাজার কোটি টাকা। অভিযোগ উঠেছে, আগের চুক্তিতে বিমান পিছু খরচ যেখানে ছিল ৫২৬ কোটি টাকা, সেখানে বর্তমান চুক্তিতে বিমান পিছু খরচ পড়ছে ১৬৭০ কোটি টাকা। তা ছাড়া চুক্তিতে হ্যালের সাথে যৌথভাবে ভারতে নির্মাণের দ্বারা যুদ্ধ বিমানের উন্নত প্রযুক্তি আয়ত্ত করার যে সুযোগ ছিল এই চুক্তির দ্বারা তাকে বিসর্জন দেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রী এতদিন ধরে যে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ঢাক পিটিয়ে আসছেন, এই চুক্তি তো তাঁর সেই নীতিরই বিরোধী। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কী এমন কারণ যার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, যেখানে অভিযোগ উঠেছে, নতুন চুক্তিতে প্রতিটি বিমানের দাম আগের চুক্তির থেকে তিন গুণ বেশি পড়েছে?

এইখানেই উঠছে আম্বানি ভাইকে 'পাইয়ে দেওয়া'র প্রশ্নটি। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, বিমান কেনার জন্য মোট খরচের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ, অর্থাৎ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিমান সংক্রান্ত গবেষণা এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বিনিয়োগ করবে ডসাল্ট কোম্পানি। দেখা যাচ্ছে, ডসাল্ট এই কাজ করার জন্য যে ভারতীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে চুক্তি করেছে, তাতে এই ৩০ হাজার কোটির সিংহভাগ অর্ডারই হস্তগত করেছে অনিল আম্বানির 'রিলায়েন্স অ্যারোস্ট্রাকচার'। পরিমাণটা প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা। আম্বানির এই রিলায়েন্স অ্যারোস্ট্রাকচারের সাথে ডসাল্ট কোম্পানি মিলে তৈরি হয়েছে 'ডসাল্ট রিলায়েন্স অ্যারোস্পেস'। স্বাভাবিক ভাবেই অভিযোগ উঠেছে, রিলায়েন্সের বিমান তৈরি সংক্রান্ত কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। কোম্পানিটি তৈরি হয়েছে মাত্র বছর খানেক আগে এই চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা শুরুর পর। তা সত্ত্বেও যাট বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সরকারি সংস্থা হ্যাল-কে বাতিল করে তাদের এই চুক্তিতে যুক্ত করা হল কেন?

এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখা দিয়েছে স্যাঙাততন্ত্রের প্রশ্নটি। না হলে এই চুক্তির মধ্যে হ্যালকে বাদ দিয়ে হঠাৎ আম্বানি ভাইয়ের ঢুকে পড়ার আর কী কারণ থাকতে পারে? গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির রাজত্বকালে 'গুজরাট মডেলে' যারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম আম্বানিরা। ২০১৪ সালে বিজেপির উত্থানের পিছনে আম্বানিরা যে দেদার টাকা ঢেলেছিল সে কথা সবারই জানা। গত চার বছরে নরেন্দ্র মোদি সেই ঋণ শোধ করতে ভোলেননি। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, দেশের ১ শতাংশ ধনকুবেরের সম্পদ শুধু গত এক বছরে বেড়েছে ২০.৯ লক্ষ কোটি টাকা, যা দেশের ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের মোট বাজেটের সমান। এই ধনকুবেরদের প্রথম সারিতেই রয়েছেন আম্বানি ভাইরা। অর্থাৎ মোদি রাজত্বে এঁদের জন্য অবাধ লুঠের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সেই লুঠেরই সাম্প্রতিক উদাহরণ রাফাল কেলেঙ্কারি।

বিজেপির দুই প্রাক্তন মন্ত্রী যশবন্ত সিনহা এবং অরুণ শৌরি-ও এই চুক্তিতে বিরাট দুর্নীতির অভিযোগ করে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন, আগের সরকারের চুক্তি বদলানোর আগে মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক, বায়ুসেনা প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেননি প্রধানমন্ত্রী। প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পর্রীকরও বলেছেন, তিনি কিছু জানতেন না। অভিযোগ উঠেছে, এ সব রীতির লঙ্ঘন আম্বানিদের পাইয়ে দেওয়ার জন্যই। তাঁরা তিন মাসের মধ্যে সিএজির 'ফরেন্সিক অডিট' করানোর দাবি তুলেছেন।

সরকারের পক্ষ থেকে এই সব অভিযোগের কোনও উত্তর নেই। প্রধানমন্ত্রী যথারীতি নীরব। সরকারের কর্তারা কেউ কেউ বলেছেন, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এই চুক্তি গোপন রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমন সিদ্ধান্ত হতেই পারে। যেহেতু এই বিমান সেনাবাহিনীর জন্য তাই এর প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি গোপন রাখাই উচিত। যদিও জানা গেছে, কোম্পানিটি শুধু ভারতকেই এই বিমান বিক্রি করছে এমন নয়, আরও অন্য দেশকেও একই বিমান বিক্রি করেছে। ফলে প্রযুক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টিও ধোপে টেকে না। কিন্তু দামের বিষয়টি কিংবা রিলায়েন্স কোম্পানির যুক্ত হওয়ার বিষয়টি তো গোপনীয় কোনও বিষয় নয়। তা হলে দেশের মানুষের কাছে এ সব গোপন করা হচ্ছে কেন? বিমান কেনার এই বিপুল খরচ তো মোদি সরকার জনগণের দেওয়া করের টাকা থেকেই মেটাবে। তা হলে সেই জনগণের কাছে এসব তথ্য তো সরকার জানাতে বাধ্য। সরকারকে দেশের মানুষের কাছে প্রকাশ্যে জানাতে হবে, কেন তিনগুণ বেশি দামে এই চুক্তি হল, কেন কোনও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও সরকারি সংস্থা হ্যালকে বাদ দিয়ে রিলায়েন্সদের এই চুক্তিতে যুক্ত করা হল? তার জন্য তারা কী পরিমাণ মুনাফা পাবে?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো সব বিষয়ে স্বচ্ছতার কথা বলেন, দেশের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেন। তা হলে এমন একটি গুরুতর বিষয়ে স্বচ্ছতা রক্ষায় তাঁদের এত অনীহা কেন? বিজেপির কাছে অনিল আম্বানিদের স্বার্থই কি তা হলে দেশের স্বার্থ? প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় বফর্স কেলেঙ্কারির কথা ভুলে যাননি। যে কংগ্রেস এখন হঠাৎ সততার তকমা এঁটে আসরে নেমেছে, গত লোকসভা নির্বাচনে যাদের দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল ব্যাপক দুর্নীতির কারণে, সেই কংগ্রেসের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বোফর্স কোম্পানি থেকে ৬৪ কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের কোনও উত্তর দিতে না পারায় কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটেছিল। রাফাল-কেলেঙ্কারি নিয়ে ওঠা অভিযোগেরও কিন্তু যথাযথ জবাব দেশের মানুষকে দিতে হবে বিজেপি নেতাদের।

# স্বাধীনতার উৎসব ঃ নেই বাঁচার স্বাধীনতাই

ক'দিন আগে স্বাধীনতার উৎসবে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী— ছোট-বড় নানা মন্ত্রী কত কথাই না বললেন! পড়ল হাততালি, পুষ্পবৃষ্টিতে রঙিন হয়ে গেল রাস্তার কালো পিচ।

ঠিক তখনই লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ মঞ্চ থেকে মাত্র কয়েক শো মিটার দূরের ঝুপড়িতে খিদের সাথে যুদ্ধ করছিল কত শিশু! ৭১ বছরের স্বাধীন দেশের নানা প্রান্তে খালি পেটের মোচড়কে সঙ্গী করে যারা ইট বয়, মাটি কাটে, গাড়ি ধোয়, চায়ের দোকানের কাপ-ডিশ ধুতে ধুতে তাদের প্রাপ্তি অপরিসীম ক্লান্তি আর দুঃসহ জীবন। দিল্লির ঝুপড়ির যে তিন শিশুর প্রাণহীন দেহে এক কণা খাবারও খুঁজে পাননি ময়না তদন্তকারীরা— তাদের পরিজনদের কানেও সজোরে প্রবেশ করছিল 'বৃহত্তম গণতন্ত্রের' কান্ডারির উচ্চনাদ আস্ফালন।

স্বাধীনতার উৎসবে প্রধানমন্ত্রী বললেন, তিনি অস্থির, কারণ উন্নয়নে আরও গতি চাই! কীসের গতি? তাঁদের উন্নয়নের গতিতে সাত দশকের স্বাধীন ভারত এখন পৃথিবীর ১১৯টি ক্ষুধার্ত দেশের তালিকায় ১০০ নম্বরে পৌঁছেছে। এ দেশের শতকরা ৭৭ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে। প্রতিদিন অনাহারে মারা যায় ৭ হাজার মানুষ। প্রতি ঘন্টায় আত্মহত্যা করেন ৫ জন কৃষক। প্রতিদিন ১২০ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেন। অন্য দিকে এই ভারতেই এক বছরে ১০ জন শিল্পপতির সম্পদ বেড়েছে ২০.৯ লক্ষ কোটি টাকা। এক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের যা পরিমাণ, ১০ জন শিল্পপতি এক বছরে নানা পথে সেই পরিমাণ টাকা লুঠ করেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও চান? তাই অস্থির?

প্রধানমন্ত্রী 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর স্বপ্ন দেখিয়েছেন! দেশের ১০ লক্ষ পরিবারে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে নাকি স্বাস্থ্য বিমা পৌঁছে দেবে সরকার। আগামী ভোটের প্রচারের দিকে তাকিয়ে সরকারি কর্তারা যার নাম দিয়েছেন 'মোদি কেয়ার'। কিন্তু সার্বজনীন স্বাস্থ্যের কী হবে? নামী-দামি বেসরকারি বিমা কোম্পানি আর কর্পোরেট হাসপাতালের বড় বড় মালিকরা সরকারি কোষাগারের কোটি কোটি টাকা দেশসেবার পুরস্কার হিসাবে পকেটে পুরতে পারবেন। কিন্তু দেশের ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, আন্ত্রিকে ভোগা আমজনতার সার্বজনীন স্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থার কী হবে? বিমা কোম্পানির তো এইসব সামলানোর দায় নেই! বাস্তবে স্বাধীন দেশের সরকার সকলের জন্য স্বাস্থ্য অধিকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এই কি স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ৭১ বছরের প্রাপ্তি!

দেশ এগিয়েছে দেখাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসাব দিয়েছেন, প্রত্যক্ষ করদাতার সংখ্যা দেশে বেড়েছে। জিএসটির ফলে অনেক বেশি সংখ্যায় মানুষ পরোক্ষ করের আওতায় এসেছেন। কিন্তু বলতে ভুলে গেছেন, নিতান্ত সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী, ছোট ব্যবসায়ীদের ঘাড় ভেঙে ট্যাক্স আদায় করার সাথে সাথে বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার।

২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির মধ্যেই নাকি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেবেন প্রধানমন্ত্রী! যদিও ২০১৯-এ লোকসভা ভোটের গন্ডি তিনি পার হতে পারেন কি না, তার পরীক্ষাই বাকি। তারপর তো '২২! তিনি বলেছেন, ফসলের সহায়ক মূল্য দিয়ে কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার। বাস্তবে কী করেছে বিজেপি সরকার? সহায়ক মূল্যের নামে কৃষকদের প্রতারণা করেছে। সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে চাষের খরচের হিসাব থেকে ঋণের সুদ, জমির ভাড়া, পরিবহণ, সেচের জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে কৃষকের কাছে এই সহায়ক মূল্য একেবারে মূল্যহীন। আর, কতটুকু ফসল চাষিরা সহায়ক মূল্যে বেচতে পারে? ২০১৭-১৮-র খরিফ মরশুমে সারা দেশে ১১১ মিলিয়ন টন উৎপাদিত ধানের মাত্র ২৫.৩ মিলিয়ন টন সহায়ক মূল্যে কিনেছে সরকার। বাকি সবটাই চাষিকে বিক্রি করতে হয়েছে ফড়ে-মহাজন, বড় বড় কৃষি বিপণন কোম্পানির শর্তে। বাজারে খাদ্যশস্যের দাম ক্রমাগত বেড়েছে, অথচ চাষির প্রাপ্তি কমেছে। এ বিষয়ে অতীতের কংগ্রেসের সাথে বিজেপির কোনও পার্থক্যই নেই।

স্বাধীনতার উৎসবে প্রধানমন্ত্রী বললেন, ২০২২ সালে মহাকাশে মানুষ পাঠাবে ভারত। মহাকাশ গবেষণায় হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দে কোনও ঘাটতি থাকবে না। লালকেল্লার চত্বরে বসে থাকা আম্বানি, আদানি, টাটা, বিড়লাদের প্রতিনিধি আর আমলাদের করতালিতে ফেটে পড়ল স্বাধীনতার অনুষ্ঠান। বড় বড় পুঁজি মালিকরা যন্ত্রাংশ বানানোর বরাত পাবে, উপগ্রহ ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। প্রতিরক্ষা শিল্পে তাদের ব্যবসা বাড়বে। আর স্বাধীন ভারতের জনগণ? কাজের সুযোগ? বেকারদের চাকরি? কোথায় বছরে ২ কোটি চাকরি! ২ লক্ষও যে পুরোয়নি! ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২ লক্ষের বেশি স্নাতক পর্যন্ত কর্মহীন। প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন, পকোড়া ভাজতে। কখনও বলেছেন মেয়েদের ঘরের কাজকেও কর্মসংস্থান ধরে হিসাব করে দেখাতে হবে। স্বাধীনতার উৎসব তবে কার মুখে হাসি ফোটালো!

প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ তুলেছিলেন, বেটি বাঁচাও। স্বাধীনতার উৎসবে বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীতে বেশি মহিলা নিয়ে মেয়েদের সম্মান দিচ্ছে তাঁর সরকার! অথচ বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেই কন্যাভ্রূণ হত্যা সবচেয়ে বেশি। তাঁর দলের এমএলএ উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্ত। প্রধানমন্ত্রীর দলের নেতারা জম্মুতে শিশুকন্যা আসিফার ধর্ষক এবং খুনিদের সমর্থনে মিছিল করেছে। প্রধানমন্ত্রী নীরবই থেকেছেন। সারা দেশে নারী নির্যাতন ভয়াবহভাবে বেড়েছে, স্বাধীন ভারতকে নারীদের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা। ৭১ বছরে কোনও প্রধানমন্ত্রী এতটুকু লজ্জিত হয়েছেন কি? আর পার্টি উইথ এ ডিফারেন্স (অন্যরকম দল) বিজেপির প্রধানমন্ত্রী? তাঁর লজ্জা কোথায়? তিনি কি জানেন না—রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নন-অফিসিয়াল ডাইরেক্টর হিসাবে তাঁর সরকার দ্বারা মনোনীত আরএসএস সদস্য এস গুরুমূর্তি কেরালার বন্যার জন্য শবরীমালা মন্দিরে মেয়েদের প্রবেশাধিকার পাওয়াকে দায়ী করেছেন! এই হল আধুনিক ভারতে মেয়েদের স্থান! গর্বিত আরএসএস সদস্য প্রধানমন্ত্রী এর প্রতিবাদ করতে পারবেন? মহিলাদের সম্বন্ধে এটাই কিন্তু আরএসএসের ঘোষিত মানসিক অবস্থান। এই পথেই কি যাবে স্বাধীন ভারত!

স্বাধীনতার উৎসবে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী আবারও দুর্নীতিমুক্ত দেশের কথা বলেছেন। আগে বলতেন— না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা! আর তাঁর ঘনিষ্ঠ শুধু নয় দলীয় সাংসদ বিজয় মালিয়া, তাঁর একান্ত স্নেহের নীরব মোদি, তাঁর আদরের 'ভাই' মেহুল চোকসি হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। তাঁর সরকার মেহুল ভাইদের বিদেশে নাগরিকত্ব পেতে সাহায্য করে দিয়েছে। রাফাল বিমান তৈরিতে বাড়তি মুনাফা পাইয়ে দিতে আম্বানিদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাঁর সরকার। ব্যপম কেলেঙ্কারি, গুজরাটের তেল কোম্পানির কেলেঙ্কারি, অসংখ্য দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর দল ও সরকার। বলেছিলেন হবেন চৌকিদার, হলেন বখরাদার!

সামান্য অজুহাতে পিটিয়ে মানুষ মারা এখন যেন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে যাচ্ছে। গো-রক্ষার নামে নৃশংস হত্যা করলে শাসক দলের কাছে বীরের সম্মান জুটছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দিচ্ছেন হত্যাকারীদের! বিজেপি-আরএসএসের উগ্র হিন্দুত্ববাদ আর বিদ্বেষের রাজনীতির সমালোচনাটুকু করলেই সাংবাদিক, যুক্তিবাদীদের হত্যা করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে একটা অন্তত প্রতিবাদী শব্দ উচ্চারণ করে দেশের স্বাধীনতার মর্যাদা তো রক্ষা করলেন না স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররা!

এ দেশের ৪০ লক্ষ নাগরিক প্রবল অনিশ্চয়তায়। নাগরিকপঞ্জিতে তাদের ঠাঁই দেয়নি ৭১ বছরের স্বাধীন ভারতের সরকার। ভাষাগত, ধর্মগত সংখ্যালঘুদের রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি একদিন স্বাধীন ভারত দিয়েছিল, যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের স্বপ্ন নিয়ে অসংখ্য শহিদ প্রাণ দিয়েছেন, তার অস্তিত্বই বিপন্ন। প্রধানমন্ত্রীর দল এই কাজে সবচেয়ে বড় অভিযুক্ত। স্বাধীনতা হরণের এই দায় অস্বীকার করতে পারবেন তিনি?

স্বাধীন ভারতের নাগরিকের কাছে তাই সবচেয়ে বড় কাজ যথার্থ স্বাধীন, শোষণমুক্ত যে ভারতের স্বপ্ন অগণিত শহিদ দেখেছিলেন, সেই লক্ষ্য পূরণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

# গরিব মানুষকে ঠকানোর আর এক প্রকল্প 'উজ্জ্বলা যোজনা'

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মোদি সরকারের চার বছর অতিক্রান্ত। এই চার বছরে নরেন্দ্র মোদি যতগুলি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার অধিকাংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এরই জ্বলন্ত একটি উদাহরণ 'উজ্জ্বলা যোজনা'।

প্রকল্পটি চালু হয়েছিল ২০১৬ সালে। এর মাধ্যমে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া মানুষ, তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ ঝুপড়িবাসী, দলিত সম্প্রদায়, চা-বাগানের বাসিন্দা, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষায় থাকা গ্রাহক সহ বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল। তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল পাঁচ কোটি দরিদ্র পরিবারে গ্যাস সংযোগ দেওয়া।

তথ্য বলছে, ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবারকে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি পরিবার এমনিতেই প্রকল্পের বাইরে থেকে গেছে। সরকার ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত পরিবার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি ও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি। প্রকল্পটি চালু করার সময় সরকার ২০১১ সালের সোসিও ইকনমিক-কাস্ট সেনসাস-এর ভিত্তিতে প্রাপকদের যে তালিকা তৈরি করেছিল তাতেই ছিল জল। ফলে বহু দরিদ্র পরিবারের কাছে এই সুযোগ পৌঁছায়নি।

তবে এদেশের শাসকদলগুলির স্বজনপোষণের রীতি মেনেই এমন অনেক পরিবার এই সুযোগ পেয়েছে যাদের প্রয়োজন নেই। অনেকেই নিজেদের গ্যাস বিক্রি করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গলার জোরে যতই একে 'মহিলাদের ক্ষমতায়ন' বলুন না কেন, বাস্তব হল— গ্রাহককে স্টোভ ও আনুসঙ্গিক সবকিছুই কিনতে হয়েছে পকেটের টাকা খরচ করে। এমনকী শুরুতে দেওয়া ভর্তুকির টাকাও পরবর্তীকালে মাসিক কিস্তিতে মেটাতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রথম সিলিন্ডারটি ছাড়া পরে সবগুলিই নিজের পয়সা দিয়েই কিনতে হয়েছে। লাভ কি কারও হয়নি? হয়েছে। তেল কোম্পানিগুলি সংযোগ পিছু ১৬০০ টাকা সরকারের থেকে আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু গ্যাস বেচেছে পুরো দামে। গরিব মানুষের নাম করে পকেট ভরেছে আম্বানি-আদানিদের।

এ কথা অনেকেরই স্মরণে আছে, এই প্রকল্প চালু হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারগুলিকে ভর্তুকি ছেড়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। যাতে গরিব পরিবারগুলিকে গ্যাস সরবরাহ করা যায়। দেখা গেল প্রায় ১ কোটি পরিবার স্বেচ্ছায় ভর্তুকির টাকা ছেড়ে দিলেও মহা জনদরদি দেশের সাংসদ, নেতা, মন্ত্রীরা কিন্তু এই সুবিধা ছাড়েননি। প্রধানমন্ত্রীও সেই তালিকাতেই পড়েন।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারের সাফল্য দু'বেলা টিভি-রেডিওতে ফলাও করে প্রচারিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বছরে ২ কোটি চাকরি, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পৌঁছে দেওয়া বা আবাস যোজনায় সকলের বাড়ি পাওয়ার প্রকল্পগুলি সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। একই হাল 'উজ্জ্বলা যোজনার'। দেশের সাধারণ মানুষ আজ এটা বুঝতে পারছেন যে এটাও একটা জুমলা বা প্রতারণা তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রকল্পের জন্য এখন আর কোনও পরিবারকে পাওয়া যাচ্ছে না।

## সবার জন্য কাজের দাবি

*সবার জন্য কাজ, কাজ না পাওয়া পর্যন্ত বেকারভাতার দাবিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের বেনাচিতিতে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে ৩০ আগস্ট রাজভবন অভিযানের প্রস্তুতিতে চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ*

# কেরালায় বন্যাত্রাণে এস ইউ সি আই (সি)

*একের পাতার পর*

জমিয়েছিল। বন্যার কথা শুনে সব টাকা সে দিয়ে দিয়েছে ত্রাণে।

*আলেপ্পির ত্রাণ শিবিরে রোগী দেখছেন চিকিৎসকরা*

খবরটা পেয়ে এক সাইকেল দোকানদার বলেছেন, আমি মেয়েটিকে একটি সাইকেল উপহার দেব। কোচির দম্পতি সিদ্দিক আর ফতেমা ত্রাণ কর্মীদের গাড়িতে জামাকাপড়-খাবারদাবার দিচ্ছেন দেখে পড়া ফেলে ছুটে এল তাঁদের যমজ সন্তান হারুন আর দিয়া। হাতে ওদের নিজস্ব জমানোর ঘট ভাঙা পুরোটাই, ২২১০ টাকা দিয়ে দিল। কান্নুরের স্কুলপড়ুয়া স্বাহা আর ব্রহ্মাকে তাদের দাদু এক একর জমি কিনে উপহার দিয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে। এখন সেই জমিটির দাম কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা। তারা সেই জমি বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্য দান করে দিয়েছে। ত্রিশূর জেলার ২১ বছরের কলেজ ছাত্রী হানান হামিদ। পরিবার ও পড়াশোনার খরচ চালাতে অভাবী হানানকে বাজারে মাছ বিক্রি করতে হয়। সে জন্য কেউ কেউ বিদ্রূপও করে। সেই হানান দুর্গত মানুষদের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছেন। প্রশ্ন করলে শুধু বলেছেন, "আমার পড়াশোনার জন্য অনেকেই আমাকে আর্থিক সাহায্য করেন। সেগুলো যতটা পারি জমিয়ে রাখি বিপদ-আপদের জন্য।" নিজের বিয়েতে গয়নার খরচ বাবদ জমানো এক লক্ষ টাকা দান করে দিলেন কোঝিকোড়ের অমৃতা এস বেনু। বললেন, "বিয়ের দিন গয়না পরে সাজার চেয়ে, অসহায় মানুষদের সাহায্যে তা দান করতে পেরে ভাল লাগছে।"

*এর্নাকুলামে মেডিকেল ক্যাম্পে দুর্গতদের লম্বা লাইন*

*বাড়ি বাড়ি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবকরা*

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, আলাপুঝার মৎস্যজীবী পরিবারের সন্তান মধ্য চল্লিশের জয় সেবাস্টিয়ানের কথা। পেশায় তিনি তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবি— ডিঙি নৌকায় কেরলের ম্যাপ, সঙ্গে গোটা গোটা হরফে লেখা 'হলিউডের স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান, আয়রনম্যান সব আছে। আমাদের সবেধন নীলমণি এই ফিশারম্যানই।' পোস্টটা দেখে জয় বললেন, "...খাটো লুঙ্গি আর মাথায় গামছা জড়িয়ে এই ক'টা দিন ওঁরাই তো বাঁচালেন গোটা রাজ্যটাকে। পেটে কিল মেরে বুক চিতিয়ে লড়লেন, অথচ কী অবলীলায় দৈনিক ৩০০ টাকার পুরস্কার-ভাতা জমা দিচ্ছেন ত্রাণ তহবিলে। নিজেকে মৎস্যজীবীর ছেলে বলতে গর্ব হচ্ছে।" অফিসে না গিয়ে ১৫ আগস্ট থেকে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্রের সদর দফতরে থেকে ত্রাণের কাজ দেখভাল করছিলেন তিনি। বললেন, "গোড়ায় বিপদটা আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু ১৭ তারিখ রাত থেকে একের পর এক ফোন আসতে শুরু করল। বুঝলাম, বন্যায় আটকে পড়া মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ছে উদ্বেগ।" নৌসেনার কপ্টার নামিয়ে উদ্ধারকাজ চালানোর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, "১৬-১৯ আগস্টের মাঝরাত পর্যন্ত রাজ্যের যে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে উদ্ধার কিংবা নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে, তার ৬০ শতাংশ তো করলেন আমাদের উর্দিহীন মৎস্যজীবীরাই। এয়ারলিফট করে উদ্ধার করা হয়েছে গোটা রাজ্যে বড়জোর ৩০০ জনকে।" রাজ্য সেচ দফতরের এক কর্তা জানান, "আলাপুঝা, এর্নাকুলাম, কোল্লম, তিরুবনন্তপুরম মিলিয়ে গত ক'দিন হাজার তিনেক মৎস্যজীবী তাঁদের ৭০০ দেশি নৌকা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।" অথচ এই সময়টা মাছ ধরার ভরা মরসুম। সমুদ্রে গেলেই এক-এক বারে হাজার পাঁচেক টাকা রোজগার। "ওঁরা কিন্তু সে সবের তোয়াক্কা করেননি...।" আলাপুঝায় ১৮ আগস্ট রাতের কথা ভুলতে পারছেন না জয়। বললেন, "বাবার বয়সি এক মৎস্যজীবী সেদিন সটান চলে এসেছিলেন কন্ট্রোল রুমে। বলছিলেন, 'বাবু, রাত হয়ে গিয়েছে বলে ওরা যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু খবর পেলাম, এখান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে ১৫ জন আটকা পড়ে আছে। কিছু একটা করুন। রাতে সত্যিই আমাদের চোখ জ্বলে, সব দেখতে পাই। দেখবেন ঠিক পারব।' এঁদের কথা ভুলব কী করে?" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ আগস্ট, '১৮)।

এরকম অসংখ্য ঘটনার খবর প্রতিনিয়ত আসছে। বাঁচার আকাঙ্ক্ষা কত মানুষকে শুধু মানুষ পরিচয়েই একত্রিত করে দিয়েছে। কাছাকাছি মন্দির-মসজিদ-গীর্জা। সেগুলোর কোথাও রান্না, কোথাও চিকিৎসা, কোথাও থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত

*আলাপুঝাতে চলছে মেডিকেল ক্যাম্প*

হয়েছে, সকলেরই জন্য। স্বেচ্ছাসেবকদের দল ত্রাণকার্যে ও বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্গঠনে হাত লাগিয়েছে। তাতে রয়েছে আজিজ, আসাদুল্লারা। যেতে যেতে পথের ধারে মন্দির চত্বরের কাদা ধুয়ে জঞ্জাল সরিয়ে পূজার্চনার উপযুক্ত করে দিয়ে যাচ্ছে।

এইসব মানুষগুলোকে কারা শেখাতে চায় 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'? বিনোদনের নামে কারা এদের নোংরামো, অশ্লীলতা আর মাদকের ফাঁদে জড়ায়? ধর্মের নাম করে কারা

*তামিলনাড়ুর এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা কেরালার কোট্টায়াম জেলায় গিয়ে বন্যায় জমা কাদা, ময়লা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন*

এদের নরহত্যায় সামিল করে? তারাই এসব করে যারা এদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না, স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দিতে পারে না, চাকরি দিতে পারে না। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের দাবিতে এরা যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে, সে জন্য লুঠেরা মালিকের দল এদের মধ্যেকার মনুষ্যত্ব-মূল্যবোধ কেড়ে নিতে চায়। তাদের তাঁবেদার ভোটবাজ দলগুলোও তাই সরকারে বসে একের পর এক জনবিরোধী নীতি নেয়। মানুষকে এমন সংকটের মধ্যে ফেলে, যেখানে অনেকে চেষ্টা করেও নীতিনৈতিকতা এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু কেরলের বন্যাপরবর্তী অমূল্য অভিজ্ঞতা এ কথাই আরও বলিষ্ঠ ভাবে প্রমাণ করল যে, সবটাই শেষ হয়ে যায়নি।

*পথানামথিট্টায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছেন দলের কর্মীরা*

*ত্রিশূরে জলবন্দি মানুষদের বাড়ি বাড়ি ত্রাণ বিতরণ করছেন দলের কর্মীরা*

# রাজ্যে রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস পালিত

৫ আগস্ট এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪২ তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে সারা দেশে প্রায় সব রাজ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত সংখ্যায় গণদাবীতে তার কয়েকটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। এবার আরও কিছু রাজ্যে অনুষ্ঠিত সভার সংবাদ প্রকাশ করা হল।

**কেরালা ঃ** এর্নাকুলামের আধিয়াপাকা ভবনে ৫ আগস্টের সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। সভাপতিত্ব করেন কেরালা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভি ভেনুগোপাল।

*কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে কেরালায় শ্রোতাদের একাংশ*

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর লিখিত বার্তা পাঠ করেন কমরেড আর কুমার। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেরালা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জয়সন যোশেফ এবং কমরেড টি কে সুধীর কুমার। কমরেড রাধাকৃষ্ণ তাঁর ভাষণে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া সংকটের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারতের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি নিজেদের সংকটের বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস বিজেপি শোষিত জনসাধারণের ঐক্যে ফাটল ধরানোর মতলবে ধর্মীয় বিদ্বেষ, যুক্তিহীনতার পরিবেশ তৈরি করছে।

*কেরালা সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ*

মানুষের জীবনের চূড়ান্ত সংকট এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যখন শক্তিশালী বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার ছিল, সিপিআই-সিপিআইএমের মতো দলগুলি সে পথে না গিয়ে নির্বাচনী লাভের হিসাব কষে পুঁজিপতিদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের সঙ্গে নানা ছুতোয় ঐক্যের দিকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে শ্রেণি এবং গণসংগ্রামকে তীব্রতর করার আহ্বান তিনি জানান।

**বিহার ঃ** পাটনার আদালতগঞ্জে ৭ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান। বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণকুমার সিং সভাপতিত্ব করেন।

কৃষক আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা তুলে ধরে কমরেড সত্যবান দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের ভয়াবহ সংকট কীভাবে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে তা দেখান। তিনি বলেন, ভারত নারীদের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশে পরিণত হয়েছে। দলিত, সংখ্যালঘু সহ সমস্ত দুর্বলতর অংশের মানুষের উপর ভয়াবহ আক্রমণ চলছে। গো-রক্ষার নামে চলছে নরহত্যার তাণ্ডব। অত্যাচারিত, পীড়িত মানুষকে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিজেপি-জেডিইউ সরকারকে ভোটে হারিয়ে আরজেডি কিংবা কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসালেও যে সমস্যার সমাধান হবে না তা তুলে ধরেন কমরেড অরুণ কুমার সিং।

**হরিয়ানা ঃ** কুরুক্ষেত্রের পাল গাডরিয়া ধর্মশালায় ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড শঙ্কর সাহা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী শিক্ষার ভিত্তিতে গণসংগ্রাম-শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান ছিলেন অন্যতম বক্তা। কুরুক্ষেত্র জেলা সম্পাদক কমরেড রোশন লাল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

*কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা*

**গুজরাট ঃ** ৫ আগস্ট আমেদাবাদে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সভায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু মানুষ যোগ দেন। প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে হাহুতাশ আর নিছক সদিচ্ছা দিয়ে কোনও সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এর জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নির্দেশিত পথে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে কঠোর-কঠিন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। গুজরাট রাজ্য সম্পাদক কমরেড দ্বারিকা রথ সভাপতিত্ব করেন।

**তামিলনাড়ু ঃ** মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে ৬ আগস্ট থেনিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড এ রেঙ্গাসামি। কমরেডস ভি পি নন্দকুমার, অনাবরতন এবং সত্যমূর্তি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা, পার্টির স্টাফ মেম্বার কমরেড কে শ্রীধর তাঁর বক্তব্যে বলেন, শাসক শ্রেণির দলগুলি নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে। সেগুলি দু'ধরনের। মালিকদের প্রতি, যেগুলিকে সরকার যেনতেন প্রকারে কার্যকর করে চলেছে। আর জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির কোনওটাই কার্যকর করছে না।

**অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ** রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে ১১ আগস্ট বিশাখাপত্তনমে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্য কমরেড এস গোবিন্দরাজুলু সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন কমরেড কে শ্রীধর এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথ।

**কর্ণাটক ঃ** বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ৬ আগস্টের স্মরণসভায় রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কে উমা বলেন, এ দেশের আপসহীন ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামী কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝেছিলেন, গণমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৃত সাম্যবাদী দল এ দেশে নেই। তিনি সেই দল গড়ে তোলার সুকঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে এস ইউ সি আই (সি)-কে শক্তিশালী করার জন্য কমরেড উমা সকলের কাছে আহ্বান জানান।

*ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড*

**মহারাষ্ট্র ঃ** এস ইউ সি আই (সি) মুম্বই সংগঠনী কমিটি আয়োজিত স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ১১ আগস্ট কল্যাণে। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী। প্রধান বক্তা ছিলেন গুজরাট রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকানাথ রথ। তিনি তাঁর ভাষণে আসামে ধর্মীয় ও ভাষিক সংখ্যালঘু প্রায় ৪০ লক্ষ ভারতীয়ের নাম নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কমরেডস যোগেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ ও জয়রাম বিশ্বকর্মা তাঁদের ভাষণে চাকরিতে মারাঠিদের জন্য সংরক্ষণ, দলিত নিপীড়ন এবং পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যার উল্লেখ করে বলেন, এগুলির উৎস পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এর থেকে মুক্তির একমাত্র পথ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

**ঝাড়খণ্ড ঃ** এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ আগস্ট ঘাটশিলায় মার্কসবাদ- লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে। ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে পি সিং সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি।

**পুদুচেরি ঃ** কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে ৮ আগস্ট পুদুচেরিতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড কে শ্রীধর, সভাপতিত্ব করেন পুদুচেরি রাজ্য প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক কমরেড লেনিন দুরাই। কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড মুত্তু বক্তব্য রাখেন।

**পাঞ্জাব ঃ** সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় বুঢলাডায়। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির ইনচার্জ কমরেড অমরিন্দরপাল সিং। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল।

*ওড়িশার ভুবনেশ্বর। ৭ আগস্ট*

# পাঠকের মতামত

## হিসাব চাইবে মানুষ

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যে প্রতিশ্রুতিগুলি জনতার দরবারে রেখেছিলেন তাতে আমজনতা একটা নতুনত্বের স্বাদ আশা করেছিল। চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা গেল নানা চমকের আড়ালে সমস্ত প্রতিশ্রুতি চাপা পড়ে গিয়েছে। কোটি কোটি বেকার চাকরি পায়নি। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান এক ইঞ্চিও এগোয়নি। কালো টাকা উদ্ধার তো দূরের কথা, নোট বাতিলের ফলে শাসক দল ও তাদের নেতারাই ফুলে ফেঁপে ঢোল। ১৫ লক্ষ করে টাকা অ্যাকাউন্টে ভরে দেওয়ার গল্প তো এখন অলীক ব্যাপার। রাম মন্দির আজও তৈরি হয়নি, 'হিন্দুদের উন্নতিও' আটকে। এবার পঞ্জিকরণের নামে বৈধ নাগরিকদের বিতাড়নের জিগির। কেবল উন্মাদনার রাজনীতি দিয়ে কি বেশিদিন মানুষ ক্ষেপানো যায়? পেট বড় বালাই। সঙ্কটে জর্জরিত মানুষকে ধর্মের আফিং দিয়ে কিছুদিন ঘোরে রাখা যায়। ঘোর কেটে গেলেই মানুষ কিন্তু হিসাব চাইবে।

আসামে পূর্বতন অগপ সরকার অসমিয়া সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে, জাতিগত, ধর্ম ও ভাষাগত বিদ্বেষ তৈরি করে ক্ষমতায় এসেছিল। কংগ্রেসও একই ভাবে একে কাজে লাগিয়েছিল। এই সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে তারা ১৯৮৫ সাল থেকে বৈধ নাগরিকত্বের সমীক্ষা চালায় ও তদন্ত করে। এর দ্বারা তারা কখনও এনআরসি-এর চূড়ান্ত তালিকায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি নাম তুলতে পারেনি। আর আজ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে এক ধাক্কায় সেই সংখ্যাকে ছাড়িয়ে ৪০ লক্ষ মানুষকে বাদ দিয়েছে। ভুলের তো একটা সীমা আছে! এতটা ভুল হতে পারে? নাকি প্রকৃত নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করে জাতি বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলাই আসল উদ্দেশ্য? যে কোনও প্রকারে ক্ষমতা দখলই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো আর প্রকৃত নাগরিকদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া এক জিনিস নয়। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির কোনওটিই আজও পূরিত হল না। কেবল জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ তৈরি করে মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তিনি পুঁজিপতিদের পাশে দাঁড়াতে ভয় করেন না। সেটা না হয় বুঝলাম, তাহলে কি জনগণের পাশে দাঁড়াতে তিনি ভয় করেন?

অক্সফ্যামের রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে ভারতের মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশ কুক্ষিগত হয়েছে দেশের ১ শতাংশ ধনকুবেরদের হাতে। এই ১ শতাংশ ধনকুবেরদের সম্পদ শুধু গত এক বছরে বেড়েছে ২০.৯ লক্ষ কোটি টাকা। যা দেশের ২০১৭-'১৮ আর্থিক বর্ষের মোট বাজেটের সমান।

২০১৭ সালে ফোর্বস সংস্থার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ধনীদের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে মুকেশ আম্বানি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ এক বছরে ৬৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩৮ বিলিয়ন ডলার, যা ভারতীয় মূল্যে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে ২৬,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি এক বছরে পাঁচ গুণ বাড়িয়ে আজিম প্রেমজির সম্পত্তি হয়েছে ১,২৪,৫০০ কোটি টাকার। সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধিতে এরপরে ক্রমান্বয়ে রয়েছে হিন্দুজা, মিত্তল, পালানজি, গোদরেজ, শিবনাদার, বিড়লা, দিলীপ সাংভি ও গৌতম আদানি গোষ্ঠী। এই ধনকুবেরদের প্রথম ১০০ জনের সম্পদ বেড়েছে ২৬ শতাংশ হারে। জনগণকে শোষণ ছাড়া এ বিপুল পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি কি সম্ভব?

যাঁরা বলেন কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধিই মানুষের সার্বিক সঙ্কটের কারণ তাঁদের বলি, সম্পদের সুষম বন্টন হলে বর্তমান জনসংখ্যাতেও অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে আমাদের দেশে। একদিকে পুঁজিমালিকদের সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সরকারগুলি তাদেরই সহায়তা করছে। উল্টো দিকে জনগণের সম্পদ আনুপাতিক হারে কমছে। শাসকরা আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় আর ধনকুবেরদের টাকায় ভোটে জিতে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে। কারণ তারা জানে জনগণের ঐক্য গড়ে উঠলে বিপদ। ইংরেজদের বেলায় ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি খারাপ আর আমাদের বেলায় তা ভালো, এ চিন্তা স্বাধীন ভারতে কি মঙ্গলজনক?

**কিংকর অধিকারী**
বালিচক, পশ্চিম মেদিনীপুর

# হোম কেলেঙ্কারিতে জড়িত বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরাই

বিজেপি-জেডিইউ জোট সরকার পরিচালিত বিহার এবং বিজেপি পরিচালিত উত্তরপ্রদেশের হোমগুলি সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখে দেশের জনসাধারণ শিউরে উঠেছেন। এ বছরের জুন মাসেই বিশ্ব সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে যে ভারত নারীদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ, এমনকী আফগানিস্তান, সিরিয়া, সোমালিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গোর চেয়েও এদেশের পরিস্থিতি খারাপ। কিন্তু তা যে কতটা বিপজ্জনক এই ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে না এলে মানুষ বুঝতে পারত না। মুম্বাইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিহারের মজফফরপুরের সরকার পোষিত হোমের ঘটনাটি প্রথম প্রকাশ্যে আনে। সেবা সংকল্প নামের এই হোমের একজন আবাসিককে খুন করে হোম প্রাঙ্গণেই পুঁতে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় আবাসিকদের ৩৪ জনের মধ্যে ২৯ জনের ওপর যৌন অত্যাচারের প্রমাণ মিলেছে। তদন্তে প্রকাশ, এই হোমের ভিতর গর্ভপাতের ব্যবস্থা রয়েছে এবং ৬৭ ধরনের ওষুধ পাওয়া গিয়েছে যা খাইয়ে মেয়েদের অচেতন করে যৌন নির্যাতন করা হত। ওই মালিকের পরিচালিত আর একটি হোম থেকেও ১১ জন মহিলা ও ৪ জন শিশুর কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। খবর জনসমক্ষে আসার পর রাজ্যের শিশু সুরক্ষা আধিকারিকদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু খবরে প্রকাশ, এর আগেই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিশু সুরক্ষা দফতরে রিপোর্ট পাঠালেও তা চেপে দেওয়া হয়। এই হোমগুলির মালিক যেহেতু অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোক, তিনটি সংবাদপত্রের মালিক এবং রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাই প্রশাসন সব জেনেশুনেও বিষয়টা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই হোমে অসহায় মেয়েদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বছরে এক কোটি টাকার উপর অনুদান দেয় ও নানারকম সহযোগিতা করে অথচ সেই মেয়েদের উপর দিনের পর দিন এভাবে পৈশাচিক অত্যাচার করা হয়েছে। হোমের মালিক-সরকারি আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীর যোগ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এভাবে যৌন নিগ্রহ, ধর্ষণ, পাচারচক্র চলতে পারে না। আইনজীবী সঙ্গীতা সাহানির মতে হোমগুলিকে পুরোপুরি পতিতালয়ে পরিণত করা হয়েছিল। একইভাবে মুঙ্গের, আরারিয়া, মধুবনি, ভাগলপুর, ভোজপুর জেলাতেও এ ধরনের ঘটনার সন্ধান মিলেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা আশ্রিত এইসব চক্রগুলি যে কতটা সুসংবদ্ধ এবং কতটা বিস্তৃত তা অনুমান করাও কঠিন। শুধু বোঝা যাচ্ছে যতটুকু খবর প্রকাশ্যে এসেছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। যখনই কোনও স্বতন্ত্র সংস্থা এ ধরনের অনুসন্ধান করে তখনই সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি হোমগুলি, যেগুলি অসহায় শিশু-নারী-মানসিক রোগীদের আশ্রয়স্থল হওয়ার কথা ছিল, সেগুলির ভয়ঙ্কর চিত্র সামনে আসে।

একই ঘটনা ঘটেছে বিজেপি সরকার পরিচালিত উত্তরপ্রদেশে। দেওরিয়াতে রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত হোম 'বিন্ধ্যবাসিনী মহিলা প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক সেবা সংস্থান'-এর পরিচালক দম্পতি ও তাদের মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই হোম থেকে ২৪ জন আবাসিককে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ১৮ জন নিখোঁজ। এক বছর আগে লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই হোমটি পুলিশের নাকের ডগায় তাদের সমস্ত অপরাধমূলক পৈশাচিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং গত এক বছরে পুলিশই এখানে ৯৩০ জন মেয়েকে পাঠিয়েছে। পুলিশের যোগসাজশেই যে যৌন চক্রটি চলত তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট। জানা যাচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা নানা রঙের গাড়িতে করে মেয়েদের নিয়ে যেত কিছু ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি, সকালে ফিরিয়ে দেওয়া হত। ফিরে আসার পর মেয়েরা কান্নাকাটি করত।

বিহারের মজফফরপুর এবং উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ার ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত বেশিরভাগ হোম রাজনৈতিক যোগাযোগের ভিত্তিতে বেআইনিভাবে চালানো হয় এবং প্রচুর সরকারি অনুদান আত্মসাৎ করা হয়। এই সব হোমের আবাসিকদের যে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়, তাও পরিষ্কার। ভাবতে অবাক লাগে, যেখানে অসহায় শিশু ও নারীদের নিরাপদ পরিবেশে থেকে শিক্ষা ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য নানারকম প্রশিক্ষণ পাওয়ার কথা যাতে তারা ধীরে ধীরে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে, সেখানে তার পরিবর্তে এদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালানো হয়, অমানুষিক পরিশ্রম করানো হয়, সর্বোপরি টাকার লোভে তাদের উপর বীভৎস যৌন নির্যাতন চলে। এমনকী এই পৈশাচিক নির্যাতনের ফলে কারওর মৃত্যু হলে বা কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া আকছারই চলছে। এই সমস্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত হোমগুলি যেন এক একটি আতঙ্কপুরী।

সঠিক তদন্ত হলে এরকম উদাহরণ আরও প্রচুর মিলবে। প্রশ্ন হল, উপরিউক্ত দুটি ঘটনাই ঘটেছে বিজেপি পরিচালিত রাজ্যে। যে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা আচ্ছে দিন, স্বচ্ছ ভারত, বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও কথায় কথায় বলেন, তাদের পরিচালিত রাজ্যে অসহায় নারীদের এই করুণ অবস্থা কেন? হোমের আবাসিক শিশু-মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে যারা চূড়ান্ত ব্যর্থ তাদের মুখে উন্নত ভারতের কথা মানায় কি? কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের লিলুয়া হোম নিয়ে এরকমই অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সহ সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা, নারীর সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত। অথচ আমাদের রাজ্যে কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর ঢক্কানিনাদে কত নির্যাতিতা নারীর আর্তনাদ চাপা পড়ে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও ঘটেছে ধানতলা, বানতলা সহ কত শত ঘটনা। সরকারের রঙ বদলেছে কিন্তু মানুষের সমস্যা বেড়েছে, বেড়েছে নারীদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, পণের জন্য খুন, নারী-শিশু পাচার। সব সরকারেরই ভূমিকা একইরকম, ফাঁকা প্রতিশ্রুতি সর্বস্ব। অপরাধীরা রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে দাপিয়ে বেড়ায়। বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে। প্রতিকারের কোনও পথ চোখে পড়ে না।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় অর্থ উপার্জনই জীবনের মূল উদ্দেশ্য, তাই বিবেক, মনুষ্যত্ব, দায়বদ্ধতা এই বোধগুলো ক্রমাগত অবলুপ্ত হচ্ছে, মানুষ ধীরে ধীরে অমানুষে পরিণত হচ্ছে। পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়ছে, মূল্যবোধের অবক্ষয় তত বাড়ছে। শুধু নতুন নতুন আইন তৈরি করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। প্রয়োজন এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য পরিপূরক সামাজিক আন্দোলন। প্রয়োজন এমন সমাজ যেখানে অর্থ নয়, মানুষের মঙ্গলই হবে সমাজ পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য। অন্যথায় নতুন নতুন আইন হবে, দেশের সরকার পোষিত ৯০০০ হোমে 'নজরদারি'র নামে অফিসার আমলাদের পোষা হবে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হবে না। একমাত্র আন্দোলন গড়ে তুলে প্রবল জনমতের চাপে সরকারকে বাধ্য করতে পারলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

# চিটফান্ডে প্রতারিতদের কনভেনশন

চিটফান্ডে আমানতকারীদের টাকা সুদ সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া, সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো এজেন্টদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা, আত্মঘাতী আমানতকারী ও এজেন্টদের পরিবারের একজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার দাবিতে ২৫ আগস্ট ভারত সভা হলে এক নাগরিক কনভেনশন হয়।

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। হল পরিপূর্ণ হয়ে নিচে ফুটপাত এবং বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট অবরুদ্ধ হয়ে যায়। সাংগঠনিক প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাঁপুই। সমর্থনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ভবেশ

গাঙ্গুলি, সুব্রত উকিল, সংগঠনের সভাপতি রূপম চৌধুরী ও বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা। আগামী দিনে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি কনভেনশনে গৃহীত হয়।

# ‘মোদিকেয়ার’-এর উদ্দেশ্য জনগণের ‘কেয়ার’ নয়

২০১৮-’১৯ আর্থিক বছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ‘আয়ুষ্মান ভারত যোজনা’ বা ‘মোদিকেয়ার’ ঘোষণা করে, একে ঐতিহাসিক এবং সারা বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালিত সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রকল্প বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রকল্পের জন্য ১০,৫০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দও করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ভারতের হতদরিদ্র এবং স্বাস্থ্যবঞ্চিত প্রায় ১০ লক্ষ পরিবারের উচ্চস্তরের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ মেটানো এবং অবশ্যই তা বিমার মাধ্যমে। এই ‘ন্যাশনাল হেলথ প্রোটেকশন স্কিমের’ আর একটি অংশ হল সারা দেশে দেড় লক্ষ ‘হেলথ ওয়েলনেস সেন্টার’ গড়ে তোলা। এই সেন্টারগুলি থেকে সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবার দেওয়ার এবং বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি আছে। করা যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও।

**‘মোদিকেয়ার’-এর ঘোষণায় বিমা কোম্পানিগুলি যারপর নাই খুশি। খুশি স্বাস্থ্য পরিষেবা যাদের কাছে পণ্য সেই কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবসায়ীরা। এই প্রকল্পের সবটাই বিমা নির্ভর। সরকার তার প্রিমিয়াম নিশ্চিত করবে মাত্র। আর সরকারি হাসপাতাল এই পরিষেবা বিক্রি করবে টাকার বিনিময়ে।**

এই ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় গত ১৪ এপ্রিল দেশের প্রথম ‘হেলথ ওয়েলনেস সেন্টার’ বা স্বাস্থ্য কল্যাণকেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন এবং ১৫ আগস্ট থেকে এগুলি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে বলে প্রবল প্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ২০২২ সালের মধ্যে এক নব ভারতের দর্শন মিলবে।

নরেন্দ্র মোদি এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে নিজেকে বিভিন্ন বিষয়ে সমতুল্য ভাবতে ভালবাসেন। আমেরিকায় স্বাস্থ্য নিয়ে নাগরিকদের উষ্মা ও বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে ঠিক যেমন ‘ওবামাকেয়ার’ নীতি চালু হয়েছিল প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে, তেমনি এই স্বাস্থ্যপ্রকল্পকে মোদির একনিষ্ঠ অনুগামীরা ‘মোদিকেয়ার’ আখ্যা দিচ্ছেন।

দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল বোঝা যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রক প্রকাশিত ‘ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল-২০১৮’ রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে দেশের অধিকাংশ নাগরিক স্বাস্থ্যবঞ্চিত শুধু নয়, তারা চিকিৎসা করাতেই যায় না, কারণ চিকিৎসার খরচই বহন করতে পারে না। তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ১.০২ শতাংশ, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’ নির্ধারিত ৫ শতাংশের অনেক নিচে। গত চার বছরের শাসনে বিজেপি সরকার স্বাস্থ্য বাজেটে ছাঁটাই করেছে একাধিকবার। মেডিকেল কাউন্সিল ভেঙে অগণতান্ত্রিক ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন তৈরির বিল এনেছে— যা সারা দেশে প্রবলভাবে ধিক্কৃত। এনেছে জনবিরোধী ‘ন্যাশনাল হেলথ পলিসি-২০১৭’— যা আদৌ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নয়, ইনসিওরেন্স ব্যাবসারই নামান্তর।

এবার ‘মোদিকেয়ার’-এর নামে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নতুন কী করতে চাইছে? এই প্রকল্পে বলা হয়েছে, প্রতিটি নির্বাচিত গরিব পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার বার্ষিক বিমা কভারেজ দেওয়া হবে মূলত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার জন্য। সরকার এই বিমার প্রিমিয়াম দেবে আনুমানিক বছরে ২০০০ টাকা করে। এই টাকা ৬০ ঃ ৪০ অনুপাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দেবে। সরকারের দাবি, এই প্রকল্পে প্রায় ৪৩ থেকে ৫০ কোটি নাগরিকের অর্থাৎ দেশের ৪০ শতাংশ গরিব নাগরিকের স্বাস্থ্যপরিষেবা সুরক্ষিত হবে।

মানুষ ভুলে যায়নি, পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে ২০০৮ সাল থেকে দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (আর এস বি ওয়াই) চালু করা হয়েছিল— অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য। বলা হয়েছিল, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা খরচ হিসাবে পরিবারের সর্বোচ্চ পাঁচজন সদস্যের জন্য বছরে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। দেশের ৯৩ শতাংশ শ্রমিক কর্মচারীই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। তা সত্ত্বেও ২০১৩ সাল পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন কোটি মানুষের হাতে এই যোজনার স্মার্টকার্ড বিতরণ করা হয়েছিল। এই চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে উপভোক্তাদের গভীর অসন্তোষ ও বঞ্চনা রয়েছে। প্রায় এক দশকে তা পৌঁছেছে সামান্য অংশের অসংগঠিত পরিবারে। এই মোদিকেয়ারেরও যে একই দশা হবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়?

যে দেশগুলি বিশ্বে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের আওতায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে আনতে সক্ষম হয়েছে, স্বাস্থ্যে তাদের বরাদ্দ দেখলে এই প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য খাতে সুইডেন খরচ করে জিডিপির ৯.২ শতাংশ, ফ্রান্স ৮.৭ শতাংশ, ডেনমার্ক ৮.৭ শতাংশ, বেলজিয়াম ৮.৭ শতাংশ, নেদারল্যান্ড ৮.৬ শতাংশ, সুইজারল্যান্ড ৮.৫ শতাংশ, নরওয়ে ৮.৫ শতাংশ, আমেরিকা ৮.৫ শতাংশ, ইউ কে ৭.৯ শতাংশ ইত্যাদি। সেখানে ভারত স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে জিডিপির মাত্র ১.০২ শতাংশ।

এদেশে গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পসংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে গ্রামীণ ও জেলা হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী-চিকিৎসা সরঞ্জাম-ওষুধপত্র ও পরিষেবার প্রচণ্ড অভাব। ডাক্তারহীন স্বাস্থ্যকর্মীসর্বস্ব ‘সাবসেন্টার’ গড়ে উঠেছে পঞ্চায়েত স্তরে গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পে। যেগুলির পরিষেবা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। সেখানে সারা দেশে ১.৫ লক্ষ স্বাস্থ্যকল্যাণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য মোদিকেয়ারে বরাদ্দ মাত্র ১২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কেন্দ্র প্রতি বরাদ্দ মাত্র ৮০,০০০ টাকা এবং প্রতি তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু থাকবে দুটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই পরিকল্পনা না প্রচলিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির উন্নয়ন ঘটাবে, না প্রকৃত পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। তাছাড়া, ৫০ কোটি লোকের জন্য ১০,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরলে মাথাপিছু দাঁড়ায় বছরে মাত্র ২১০ টাকা। আমাদের দেশে ইতিমধ্যে ১,১১২ টাকা মাথা পিছু খরচ হচ্ছে বলে ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল ২০১৮-তে দাবি করা হয়েছে। তা হলে এই যৎকিঞ্চিত বৃদ্ধি দেশের নাগরিক স্বাস্থ্যে কি শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে?

২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য ‘জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্যমিশনের পরে এই ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্প বাস্তবে একটি বড় ধোঁকা এবং মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে বিমা কোম্পানি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের ঘরে গুনাগার দেওয়ার পরিকল্পনা বিশেষ। তবে ‘মোদিকেয়ার’-এর ঘোষণায় বিমা কোম্পানিগুলি যারপর নাই খুশি। খুশি স্বাস্থ্য পরিষেবা যাদের কাছে পণ্য সেই কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবসায়ীরা । এই প্রকল্পের সবটাই বিমা নির্ভর। সরকার তার প্রিমিয়াম নিশ্চিত করবে মাত্র। আর সরকারি হাসপাতাল এই পরিষেবা বিক্রি করবে টাকার বিনিময়ে। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা যতটুকু বিস্তৃত হয়েছিল তার সিংহভাগ পরিষেবা দিয়েছে বেসরকারি নার্সিং হোম হাসপাতাল। আয়ুষ্মান ভারতের ‘আয়ু’ বৃদ্ধি করবে বিমা কোম্পানি ও কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবসায়ীরা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১৭ এবং ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজে এই বিমার কাহিনি শোনানো হয়েছে ছত্রে ছত্রে। আর কে না জানে স্বাস্থ্যের বিমা মানে, স্বাস্থ্যের অধিকার বা নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নয়। নাগরিকের টাকায় বিমা কোম্পানি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসার ক্ষেত্রের উদরপূর্তি ঘটানো। স্বাস্থ্যের প্রকৃত অধিকার হল, সব নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আর তা আদায় করার জন্য চাই জনসাধারণকে যুক্ত দীর্ঘস্থায়ী জনস্বাস্থ্যরক্ষা আন্দোলন।

# দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা ইংরেজি শেখার দাবিতে ২০ বছর আন্দোলন চালিয়েছেন

পশ্চিমবাংলায় সিপিএম সরকারের আমলে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগ ও বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে ভাষাশিক্ষা আন্দোলন গৌরবময় ইতিহাস হয়ে আছে। বহু বাধা, উদ্ভট যুক্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই চালাতে হয়েছে দীর্ঘকাল। ‘মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ’ বলে প্রচার চালিয়ে সিপিএম নেতারা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শেখার গুরুত্বকে লঘু করে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। আর এক দল বামপন্থার ধ্বজা উড়িয়ে প্রচার করেছে ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদী ভাষা। এ ভাষা ভারতবাসী শিখবে কেন? আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ইংরেজি ভাষাকে আর বিদেশি ভাষা বলা যায় না। বিদেশের সাথে শুধু নয়, নিজেদের দেশের নানা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে সংযোগের ভাষা হিসাবে ইংরেজি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সর্বোপরি উচ্চশিক্ষার জন্য আজও ইংরেজি অপরিহার্য। তাহলে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে এই ভাষা শেখার সুযোগ কেন থাকবে না?

২৯ জুলাই ’১৮ তারিখের সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্রের ‘রোববার’ ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেনের একটি লেখা থেকে জানা গেল, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরও একই রকম লড়াই করতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন,

‘... গোপাল গান্ধীর কাছে শুনেছিলুম, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আদর্শগত সূত্রপাত সোয়েটোয়। সোয়েটো ছিল সোনার খনির শ্রমিকদের বসতি। শুনতে আফ্রিকান শব্দের মতো, কিন্তু সোয়েটো আসলে আফ্রিকান শব্দ নয়, এসওডব্লিউইটিও, সাউথ ওয়েস্টার্ন টাউনশিপ থেকে প্রথম দুটো করে অক্ষর নিয়ে বানানো। এ দেশে সব শহরের বাইরেই এরকম অচ্ছুৎপল্লি আছে কালো শ্রমিকদের, তাদের নাম টাউনশিপ, মানে কুলি বস্তি। ..... ১৯৭৫ সালে ওই সোয়েটোতে গুলি চলেছিল, রক্তপাত হয়েছিল ছাত্রদের বিপ্লব রুখতে। সরকার থেকে একটি শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছিল যে, শুধু সাদারাই ইংরেজিতে শিক্ষা পাবে, কালোদের পড়ানো হবে আফ্রিকান ভাষাতে। এদিকে ইংরেজি শিক্ষা যারা পাচ্ছে, তাদের ভাষা সর্বত্রগামী, আর বহির্বিশ্বের সঙ্গে আফ্রিকান ভাষার সাংস্কৃতিক দূরত্ব অপরিসীম। দু’টিতে তুলনা করা চলে না। সাদা ছাত্ররা উন্নততর শিক্ষা পাবে, পৃথিবী তাদের সামনে খুলে যাবে, আর কালো ছাত্ররা বন্দি থাকবে আফ্রিকান ভাষার শেকলে, দক্ষিণ আফ্রিকায়। এ চলতে পারে না। ঠিক করা হল এক মৌন মিছিল বেরবে সব স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে, হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে, তাতে লেখা থাকবে— ‘অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চাই’, ‘আমরাও ইংরেজি পড়তে চাই’ ইত্যাদি।

আমাদের সারথি জানেন, তিনি বললেন, স্কুল থেকে ছাত্ররা বেরল, সেদিন সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে এসেছিল তারা, যাতে দেখে সম্ভ্রান্ত বলে মনে হয় তাদের।

শোভাযাত্রা রওনা হয়েছে, পুলিশ এসে বলল, ‘থামো’। ছেলেমেয়েরা এগিয়ে চলল, নিঃশব্দে। পুলিশ বলল, ‘থামো’। ছাত্ররা নির্ভয়ে এগিয়ে চলল। পুলিশ গুলি চালাল। প্রথমেই লুটিয়ে পড়ল হেক্টর পিটারসন, ১১ বছরের কিশোর। তাদের অপরাধ, তারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ চেয়েছিল। শোভাযাত্রা ছারখার হলেও অন্তর্লোকের যাত্রা থামেনি, শুরু হয়ে গেল ভাষা বিপ্লব, আর স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আরও প্রায় ২০ বছর, ১৯৯৪ পর্যন্ত চলেছিল সেই ছাত্রদের রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ, তার রূপ পাল্টে যেতে লাগল, যতদিন না অ্যাপারথেইড (বর্ণবিদ্বেষী শাসনব্যবস্থা) সম্পূর্ণ উঠে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে, আর নেলসন ম্যান্ডেলা প্রেসিডেন্ট হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার। অসম শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে আন্দোলন নেমেছিলেন নানা অঞ্চলের শ্রমিক পল্লির কালো মানুষ, নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাষার জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন অন্ততপক্ষে ৫৭৫ জন। আমরা একুশে ফেব্রুয়ারির কথা জানি, ৬ জন, ১৯-মে-র কথাও জানি ১১ জন— কিন্তু জানি না দক্ষিণ আফ্রিকার হিসেবটা। ৫৭৫ জন। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তির মূলে কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী ভাষা আন্দোলন। ওরা চেয়েছিল বহির্বিশ্বের চাবি।’

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18



# পানীয় জল, জলনিকাশি ও রাস্তার দাবিতে ডেপুটেশন

কলকাতা কর্পোরেশনের ১১৩নং ওয়ার্ডে দীর্ঘদিনের পানীয় জল ও জল নিকাশি সমস্যার সমাধান এবং রাস্তা সারানোর দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর টালিগঞ্জ-২ নং আঞ্চলিক কমিটির

পক্ষ থেকে ২৩ আগস্ট পৌর প্রতিনিধিকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নাগরিক পরিষেবা কোনও দয়ার দান নয়, নাগরিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, ন্যায্য প্রাপ্য। পরিষেবা খাতে সরকার ও কর্পোরেশন ট্যাক্স নেয়। উত্তরোত্তর ট্যাক্স বাড়লেও নাগরিক পরিষেবার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। শাসক দল ও পৌরপ্রতিনিধি নির্বিকার।

এ অবস্থায় সহস্রাধিক নাগরিকের স্বাক্ষর সহ দাবিপত্র পেশ করা হয়। ডেপুটেশনের আগে সভা চলাকালীন পুলিশ এসে হুমকি দিয়ে সভা বন্ধ করার চেষ্টা করে। এই হুমকি উপেক্ষা করেই সভার কাজ চালানো হয়। পৌর প্রতিনিধি সমস্যার গভীরতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। জনমতের চাপে এলাকার রাস্তা সারানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রত্যয় নিয়েই এলাকার মানুষ এসইউসিআই(সি) -কে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে, আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় সম্ভব। সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড রাজকুমার বসাক।

# শিক্ষার দাবিতে ছাত্র সম্মেলন

**পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ** ১৮ আগস্ট মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর হলে এআইডিএসও-র উদ্যোগে শিক্ষা কনভেনশন ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বর্তমান শিক্ষার ওপর যে ক্রমবর্ধমান আক্রমণ চলছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন খড়্গপুর কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক দেবাশিস আইচ। দ্বিতীয় সেশনে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড চন্দন সাঁতরা এবং এসইউসিআই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী। সম্মেলনে কমরেড ব্রতীন দাস সম্পাদক ও কমরেড বিশ্বরঞ্জন গিরি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৬ জনের সম্পাদকমণ্ডলী, ২৬ জনের জেলা কমিটি ও ৭৬ জনের কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

**উত্তর ২৪ পরগণা ঃ** ১৯ আগস্ট দত্তপুকুর নিবাধৈ উচ্চ বিদ্যালয়ে এআইডিএসও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস এবং ডিএসও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রামকুমার মণ্ডল, সভাপতি কমরেড মৃদুল সরকার এবং সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। সম্মেলনে ১৮ জনের কার্যকরী কমিটি, ২৩ জনের কাউন্সিল সহ কমরেড অভিজিৎ মুখার্জী সভাপতি ও কমরেড অভিষেক দেবনাথ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

## নেট-পিজি উত্তীর্ণদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের দাবিতে

# চিকিৎসকদের লাগাতার অবস্থান

গ্রামের মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে এবং হাইকোর্ট এবং স্যাটের রায় মেনে অবিলম্বে নিট-পিজি উত্তীর্ণ সরকারি চিকিৎসকদের টিআর দিয়ে এমডি-এমএস-পিজি ডিপ্লোমা পড়ার সুযোগের দাবিতে ২৩ আগস্ট থেকে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে চিকিৎসকদের লাগাতার অবস্থান-বিক্ষোভ এবং মুখ্যমন্ত্রী ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়।

২৫ আগস্ট সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে অনুষ্ঠিত এই অবস্থান বিক্ষোভে পাঁচ শতাধিক চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, মেডিকেল ছাত্র, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত (ছবি), ডাঃ অশোক সামন্ত, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার এবং বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অন্যতম সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, ডঃ অম্বিকেশ মহাপাত্র সহ ৪০০ জন চিকিৎসক। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, এএইচএসডি, নার্সেস ইউনিটি ইত্যাদি সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, 'সরকার যেহেতু আদালতের রায় মানছে না, তাই আমরা ইতিমধ্যেই আইন যাঁরা তৈরি করেন সেই সব বিধায়কদের সকলকে আবেদন জানিয়েছি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে। বিধায়করা অনেকেই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকেও আবেদন জানিয়েছি অবিলম্বে সকলকে টিআর দিয়ে রিলিজ করার নির্দেশ দিতে।'

## কেরালার বন্যা দুর্গতদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহে পরিচারিকা সমিতি

দারিদ্র-অবহেলা-বঞ্চনা অপমান যাঁদের নিত্যসঙ্গী, যাঁরা সন্তান ও পরিবারের মুখে এক মুঠো অন্ন তুলে দিতে উদয়াস্ত বাবুদের বাড়িতে নামমাত্র পারিশ্রমিকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটেন, সেই পরিচারিকা মা-বোনেরা ত্রাণ সংগ্রহে নামলেন মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর শহরের সেকপুরা এলাকায় বাড়ি বাড়ি ও রাস্তায় ঘুরে অর্থ সাহায্য চাইলেন।

অন্যের বাড়িতে কাজ শেষ করে পরিশ্রমের ক্লান্তি তোয়াক্কা না করে ২৬ আগস্ট বিকেল থেকে ত্রাণসংগ্রহে তাঁরা নামলেন। অবাক বিস্ময়ে মানুষ এগিয়ে এসেছেন। সন্ধ্যায় যখন তাঁরা তাঁতিগেড়িয়া মধ্য পাড়ায় পৌঁছালেন তাঁদের এই ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে গভীর আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান 'সমাজ সেবক' ক্লাবের সদস্যরা, তাঁরা বাড়ি বাড়ি ত্রাণ সংগ্রহে অংশ নেন।

পরিচারিকা সমিতির জেলা নেত্রী ভবানী চক্রবর্তী ক্লাবের সদস্যদের অভিনন্দন জানান। সংগৃহীত অর্থ এক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্গত কেরালাবাসীর জন্য তাঁরা পাঠাচ্ছেন।

*দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠ। কেরালার মানুষের সাহায্যার্থে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন দলের কর্মীরা*

*রেড রোডে ঈদের নমাজ পড়তে আসা লোকজনদের থেকে কেরালার বন্যা দুর্গতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন এসইউসিআই (সি) কর্মীরা*

*(আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৩ আগস্ট প্রকাশিত)*

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com